দৈনিক বাংলা

034

তারিখ ... 21 MAR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

নকলের বন্যা এবং শিক্ষার ভবিষ্যৎ

কক্সবাজারের রামু পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে দেড় বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে, মীরেরসরাই থেকে দশ বস্তা। বস্তা বস্তা নকল ইস্তেমালের এই ব্যাপারটা নির্বিবাদে চলেনি। চলতে পারেও না। কর্তৃপক্ষ নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। নকল প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় অনেক জায়গাতেই মার-দাঙ্গায় গড়িয়েছে। চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দুদিনে নকলের দায়ে ছ'হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, বহিষ্কৃতদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষকও রয়েছেন।

পরিস্থিতিকে এক কথায় উদ্বেগজনক বলতে হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষার কোনো অর্থ থাকে না। বিদ্যালয়ে লেখা পড়া হবে। বছর কিংবা নির্ধারিত সময়সীমার অন্তে শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। একটা শিক্ষাসূচীতে অংশ নিয়ে শিক্ষার্থী কি শিখেছে তার যাচাই হবে পরীক্ষায়। যদি এভাবে নকলবাজীই চলতে থাকে শিক্ষারই কি অর্থ থাকে আর পরীক্ষারই কি প্রয়োজন?

এ জিজ্ঞাসার তাড়নায় কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছর ধরেই কঠোর হওয়ার চেষ্টা করছেন। এই কঠোরতার ফলে এলাকা বিশেষে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, কেন্দ্র বিশেষে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধার পাচ্ছে এবং হাজারে হাজারে পরীক্ষার্থীর বহিষ্কারও ঘটছে, সবই সত্য। তবু সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে কি? সম্ভব হচ্ছে কি সব নকলের উদ্ধার কিংবা সব নকলবাজের বহিষ্কার?

এ প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক নয়, আর নয় বলেই কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থার পাশাপাশি পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানোর কথাও ভাবছেন। পদ্ধতি বদলে ফায়দা কতটা মিলবে এ নিয়ে আমাদের সংশয় আছে। নকল কিংবা ফাঁকিবাজি প্রবণতার গোড়ায় আঘাত না হানলে নয়া পদ্ধতি মোকাবিলার কৌশল আবিষ্কারে সময় লাগবে না।

সমস্যাটির সমাধান কি হতে পারে এ ভাই পরিস্থিতির চেয়েও বড় দুঃশ্চিন্তার বিষয়। আমাদের সন্তানেরা এখন শিক্ষার্থী। ওদের অবস্থা নিয়ে ভাবতে-গেলে স্বভাবতই নিজেদের শিক্ষার্থী জীবনের কথা মনে পড়ে। খুব তো আর বেশি দিনের কথাও না। তিরিশ/চল্লিশ বছর আগে আমরাও বিদ্যালয়ে ছিলাম। নকল প্রবণতা আমাদের সময়ে একেবারেই ছিল না, এমন কথা বলবো না। তবে তা এখনকার মতো সমস্যাও হয়ে ওঠেনি।

আমাদের সময়ে এসএসসির নাম ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা। সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ দিনের বিষয় ছিল উর্দু। মাথা গুঁজে আমরা যখন লিখে চলেছি, একজন শিক্ষক হলের এমাথা ওমাথা পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুকের কাছে জোড়বদ্ধ হাত, মুদিত চক্ষু সমরেন্দ্র কুমার সিংহ চৌধুরী শুরু করলেন এক বিচিত্র সংলাপ—'প্রভু আমি রোজ সন্ধ্যা আহ্নিক করে তোমায় বলি, কোনো অপ্রিয় দায়িত্বভার আমায় দিও না প্রভু। তবু তোমার দায়িত্ব নেমে এলে আমি অক্ষম।

স্যারের সংলাপ শুরু হতেই আমরা অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছিলাম। তাঁর মুদিত চোখ ঠেলে বইছিলো পানির ধারা। সংলাপ শেষে একটি সংক্ষিপ্ত নমস্কারে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে খপ করে ধরলেন ঠিক আমার পেছনের সারিতে বসা একজন শিক্ষার্থীর হাত। বললেন—ওঠো তো হে বাপু।

আর ওঠা। আমার সে সতীর্থ হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাঁর পায়ে—মাফ করেন স্যার বলে সে যতো কাঁদে তারচে বেশি পানি গড়ায় সমর বাবুর চোখে। তার কথা একটাই, মাফ করার এক্তিয়ার আমার নাই। সে কেবল হেডমাস্টার সাহেবই পারেন।

এরই মাঝে হেডমাস্টার সাহেবের কাছেও খবরটা পৌঁছে গিয়ে থাকবে। উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক সবারই এক অনুরোধ,—শেষ পরীক্ষা, খাতা রেখে ছেড়ে দিলে হয়। কয়েকজন শিক্ষক সঙ্গে নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হেডমাস্টার হলে এসে ঢুকলেন। ঢুকতে ঢুকতে বলছিলেন—দেখি তো ছেলেটা কে! আর অপরাধীর উপর চোখ পড়তেই যেনো আঁতকে উঠলেন— এ্যা, তুমি? তোমাকে তো বাপু আমি ছাড়তে পারিনে। তোমার টাইটা একবার এসে নিয়ে যেয়ো।

ব্যাপার হয়েছে কি আমার সেই সতীর্থের পিতা ছিলেন লন্ডন প্রবাসী। পরীক্ষার দিন কয়েক আগে তার পিতার আনা বিলেতি টাই সে হেডমাস্টার সাহেবকে উপহার দিয়েছিল। ওই উপহার দেয়াটাই তার কাল হল। হেডমাস্টার সাহেব গোড়ায় ছেড়ে দিতে রাজী হলেও ওকে দেখার পর আর ছাড়লেন না।

সমর বাবু এখন আর নেই। অনেক দিন আগেই প্রয়াত। হেড মাস্টার সাহেব কুমিল্লা মৌলবী বাড়ির এ এইচ এম মোহসেন এখন কোথায় আছেন জানি না। তবে শিক্ষার এই সংকটকালে সন্তানদের তথা জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে যখনই ভাবি ওদের কথা মনে পড়ে।

সমস্যাটা তখনও ছিল। সেই সঙ্গে সমরবাবু, মোহসেন সাহেব এঁদের মত শিক্ষকও ছিলেন। আর তাই সমস্যাটা তখন আজকের মত ব্যাপক কিংবা বিকট হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের সময়কার শিক্ষকদের সাফল্যের মূল কারণটা ছিল কি? এ জিজ্ঞাসার জবাবটাও কঠিন কিছু নয়। ওরা নিজ দায়িত্ব পালনে ছিলেন আন্তরিক এবং একনিষ্ঠ। দায়িত্ব পালন কঠোর হলে পিছপা যেমন হতেন না, তেমনি ছাত্রের প্রতি ভালোবাসায় উষ্ণ হৃদয় ছাত্রের অকল্যাণে দীর্ণ হয়ে যেতো।

তিরিশ/চল্লিশ বছর আগেও 'নকল' এমন বড় সমস্যা হতে পারেনি এ জন্যে যে তখনো শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন অব্যাহত ছিল। আমাদের শিক্ষকেরা পড়ানোর কাজটায় ফাঁকি দিতে জানতেন না বলেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও কোন ফাঁকি বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না, আর দুয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো শিক্ষার্থীও ফাঁকি দেয়ার কথা ভাবতে পারত না।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটাও ছিল ঘনিষ্টতর। আরেকটা ঘটনা উল্লেখ করি। বিদ্যালয়ে ষান্মাসিক পরীক্ষা চলছে। হলের মঞ্চে চেয়ারের উপর বসে তদারক করছেন মনিরউদ্দীন সাহেব। একসময় একজন ছাত্রের প্রতি চোখ রেখে জলদগম্ভীর আওয়াজ তুললেন,—হুঁশিয়ার হয়ে যাও নইলে বিপদ হবে।

সবাই চোখ তুলে তাকালো। যে ছাত্রটির উপর মনিরউদ্দীন সাহেবের চোখ ছিল সে নিজেকে বিব্রত আর অপমানিত বোধ করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। সে বললো,—স্যার, আপনি কি আমাকে হুঁশিয়ার করলেন? তবে এই রইলো খাতা, আমি আর পরীক্ষা দিচ্ছিনে।

মনিরউদ্দীন সাহেব ত্রস্তে নেমে এলেন ছেলেটির কাছে, —আরে, একি বলছো তুমি নকলের অপবাদ তোমাকে দেবো আমি? আমি যদি তোমাকে নকল করতে দেখি, ভাববো আমার চোখই খারাপ হয়ে গেছে ভুল দেখছি। বসো। পরীক্ষা শেষ হোক, পরে কথা বলবো।

এ কেবল মুখের কথাই নয়। মনিরউদ্দীন সাহেবেরা এমনি গভীর আস্থা রাখতেন শিক্ষার্থীদের উপর। আর তাই তাঁদের ছাত্রেরাও কখনো এ আস্থা নষ্ট হবে এমন কিছু করার কথা ভাবতে পারতো না।

আস্থা আর প্রীতিশ্রদ্ধার এ মনোভাবও গড়ে উঠতো শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সৃষ্ট ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে। আমার মনে হয়, বিদ্যালয়ের এই যে একটা পরিবেশ ছিল ওটাই হচ্ছে সব সমস্যার আসল নিদান। শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠন শিক্ষকদের আন্তরিকতা আর কিশোর মনে মূল্যবোধের সুষ্ঠু বিকাশই কেবল সর্বনাশের পথ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। আর এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরই নিতে হবে মূল দায়িত্ব।

নকলে সহায়তা করে যে শিক্ষকেরা পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হন তাদের উপর সব ভরসা ন্যস্ত করায় যদি কেউ আপত্তি তোলেন, তার জবাব দিতে আমার কোন দ্বিধা ঘটার কারণ নেই। আমি বিশ্বাস করি এমনসব ব্যক্তি শিক্ষক সমাজে ঢুকে পড়লেও এদের দিয়েই আমাদের শিক্ষকদের পরিচিতি চিহ্নিত করা হবে একান্তই ভ্রমাত্মক। এদের সংখ্যা এখনো নগণ্য। আর সবকিছু যদি ঠিক করা সম্ভব হয়, এদের খুঁজে বের করে শিক্ষককুলকে কলংকমুক্ত করা কঠিন হবে না।

পরীক্ষাপদ্ধতির রকমফের আছে। এক পদ্ধতি বদলে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব কিছু না। তবে সব পদ্ধতিরই মূল কথা হচ্ছে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। পড়া লেখাটা যদি ঠিক মত না হয় কোনো পদ্ধতিই কাজ করবে না। অবজেকটিভ প্রশ্নমালা তো আরো নয়। কেন না, এতে পড়াশোনাটা আরো ব্যাপক আর গভীর হওয়া প্রয়োজন।

এই নিবন্ধেরও একটা উপসংহার হতে পারে। তবে আমি কোনো উপসংহার টানছি না। কিছু করা জরুরী হয়ে উঠেছে। কি করা যেতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত আমি এভাবে ওভাবে রাখলাম। আসলে শিক্ষা নিয়ে ভাবনাটার প্রয়োজনই সর্বাধিক।

—সালেহ চৌধুরী